খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)

(**হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত
খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহের
বাংলায় অনুবাদকৃত সংকলন)

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)

(**হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত
খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহের
বাংলায় অনুবাদকৃত সংকলন)

প্রথম সংস্করণ
১৩৮২ হিজরি - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪৩১ হিজরি - ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

যোগাযোগ:

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info
contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

সাধারণ নিয়মাবলী	০৫
শাসন ব্যবস্থা	০৮
খলীফা	১০
প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীবৃন্দ (তাফউয়িদ)	১৫
নির্বাহী সহকারীবৃন্দ (তানফিদ)	১৭
প্রাদেশিক গভর্ণরবৃন্দ (ওয়ালী)	১৭
আমির আল জিহাদ – সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ – সেনাবাহিনী	১৯
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ	২১
পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিভাগ	২২
শিল্প বিভাগ	২২
বিচার বিভাগ	২২
প্রশাসনিক ব্যবস্থা	২৬
রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল)	২৭
প্রচার বিভাগ	২৮
মাজলিশ আল-উম্মাহ্ (শুরা এবং জবাবদিহিতা)	২৮
সামাজিক ব্যবস্থা	৩০
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৩২
শিক্ষা নীতি	৪০
পররাষ্ট্র নীতি	৪২

খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)

সাধারণ নিয়মাবলী

অনুচ্ছেদ ১

ইসলামী আকীদাহ্ হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কাঠামো, জবাবদিহিতা কিংবা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়, যা কিনা ইসলামী আকীদাহ্ থেকে উৎসারিত নয়, তা রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না। এছাড়া রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন-কানুনের উৎসও হচ্ছে ইসলামী আকীদাহ্। তাই সংবিধান ও আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন বিষয়ও রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না, যা ইসলামী আকীদাহ্ হতে উৎসারিত নয়।

অনুচ্ছেদ ২

দারুল ইসলাম (ইসলামী আবাসস্থল) হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে ইসলামী আইনসমূহ বাস্তবায়িত হয় এবং যার নিরাপত্তা ইসলাম দ্বারা রক্ষিত হয়। আর, দারুল কুফর (কুফর আবাসস্থল) হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে কুফর আইনসমূহ বাস্তবায়িত হয় কিংবা যার নিরাপত্তা ইসলাম ছাড়া অন্যকিছুর নিরাপত্তা দ্বারা রক্ষিত হয়।

অনুচ্ছেদ ৩

খলীফা সুনির্দিষ্ট শারী'আহ্ হুকুমসমূহ গ্রহণ করে সেগুলোকে সংবিধান ও আইন আকারে জারি করবেন। খলীফা নির্দিষ্ট কোন শারী'আহ্ আইনকে নির্ধারণ করে দিলে এককভাবে এই আইনটিই রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য শারী'আহ্ আইনে পরিণত হবে, যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং এই আইনটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার আইনে পরিণত হবে, যা প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রত্যেককে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪

খলীফা যাকাত, জিহাদ এবং মুসলিমদের ঐক্য রক্ষার্থে প্রয়োজন সংক্রান্ত বিষয় বাদে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন শারী'আহ্ হুকুমকে নির্ধারণ করে দেন না। এছাড়া তিনি আকীদাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী চিন্তাসমূহ হতে নির্দিষ্ট কোন চিন্তাকেও নির্ধারণ করে দেন না।

অনুচ্ছেদ ৫

রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শারী'আহ্ প্রদত্ত অধিকার ভোগ করবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে।

অনুচ্ছেদ ৬

রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তার নাগরিকদের মাঝে শাসন, বিচার-ফয়সালা এবং বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনায় কিংবা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে কোন প্রকার বৈষম্য করা। বরং জাতি,

ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭

রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শারী'আহ্ আইন-কানুন বাস্তবায়ন করবে:

১. কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলিমের উপর শারী'আহ্ আইন-কানুনসমূহ প্রযোজ্য হবে।

২. অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ ব্যবস্থার আওতায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসরণ ও উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হবে।

৩. যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করেছে (মুরতাদ) তাদের উপর ইসলাম ত্যাগের শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। আর তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে, তারা অমুসলিম হিসাবেই বিবেচিত হবে যদি তারা এমতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাদের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী তাদের সাথে মুশরিক অথবা আহ্লে কিতাবের অনুসারীদের মতো আচরণ করা হবে।

৪. খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা শারী'আহ্'র বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে তাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করতে পারবে।

৫. অমুসলিমদের মাঝে তালাক ও বিবাহসংক্রান্ত সকল বিষয় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে। তবে, মুসলিম এবং অমুসলিমের মাঝে এ সকল বিষয় শারী'আহ্ আইন-কানুন দ্বারাই নিষ্পত্তি করা হবে।

৬. অবশিষ্ট শারী'আহ্ হুকুমসমূহ এবং ইসলামী শারী'আহ্ সম্পর্কিত সকল বিষয় যেমন – লেনদেন, দন্ডবিধি, আদালতে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-দলীল প্রমাণ, শাসন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা – রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার উপর সমানভাবে কার্যকর করবে। এর মধ্যে মুওয়াহিদ (ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন রাষ্ট্র থেকে আগত ব্যক্তি), আল মুসতা'মিন (ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি) এবং যারা ইসলামের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে সবাই অন্তর্ভূক্ত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর যেভাবে শারী'আহ্'র বিধিবিধান বাস্তবায়িত হবে, এদের উপরও একইভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে। রাষ্ট্রদূত, কুটনৈতিক প্রতিনিধি এবং একই ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এর আওতামুক্ত থাকবে, কারণ তাদের ক্ষেত্রে কুটনৈতিক দায়মুক্তি প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৮

ইসলামের ভাষা হচ্ছে আরবী। একমাত্র আরবী ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৯

ইজতিহাদ হচ্ছে ফরয কিফায়াহ্। যেকোন মুসলিম ইজতিহাদ করার অধিকার রাখে, যদি তার ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকে।

অনুচ্ছেদ ১০

সকল মুসলিমেরই ইসলামী দ্বায়দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামে যাজকতন্ত্র বলে কোনকিছু নেই, তাই রাষ্ট্র মুসলিমদের মাঝে এরূপ কিছুর উপস্থিতি প্রতিহত করবে।

অনুচ্ছেদ ১১

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইসলামী দাওয়াহ্'কে (ইসলামের প্রতি আহ্বান) পৌঁছে দেয়া।

অনুচ্ছেদ ১২

কুর'আন, সুন্নাহ্, ইজমা আস্-সাহাবা (সাহাবীদের ঐকমত্য) এবং ক্বিয়াস হবে শারী'আহ্ আইনের একমাত্র উৎস, এবং এই দলিলসমূহ ব্যতিত অন্যকোন উৎস হতে আইন গ্রহণ করা বৈধ নয়।

অনুচ্ছেদ ১৩

প্রতিটি ব্যক্তি নিরপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। আদালতের রায় ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কাউকে নির্যাতন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; এবং যে নির্যাতন করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪

প্রতিটি কাজ (action) আহ্কাম শারী'আহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং শারী'আহ্ হুকুম সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কোন কার্য সম্পাদন করা যাবে না। অন্যদিকে, সকল বস্তু (things) মুবাহ্ (অনুমোদিত) হিসেবে গণ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন দলিল পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ১৫

যদি কোন মাধ্যম (means) হারাম কাজের দিকে ধাবিত করে কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, তবে তা হারাম (নিষিদ্ধ) বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি একটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সন্দেহ থাকে যে, তা হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে আবার নাও পারে, তবে উক্ত মাধ্যমটি নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

শাসন ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ ১৬

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একটি অভিন্ন ও একক ব্যবস্থা; ফেডারেল ব্যবস্থা নয়।

অনুচ্ছেদ ১৭

শাসন হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং প্রশাসন হচ্ছে বিকেন্দ্রীয়।

অনুচ্ছেদ ১৮

রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত চারটি পদ শাসকের পদ হিসাবে বিবেচিত হবে:

১. খলীফা

২. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)

৩. ওয়ালী (গভর্ণর)

৪. আ'মিল (মেয়র)

রাষ্ট্রের বাকী সকল পদ হচ্ছে কর্মচারীর পদ, শাসকের পদ নয়।

অনুচ্ছেদ ১৯

শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ কিংবা শাসনকার্য হিসেবে গণ্য কোন কাজ করা কারও জন্য অনুমোদিত নয়, যদিনা তারা পুরুষ, স্বাধীন (দাস নয়), প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ), সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, ন্যায়পরায়ন এবং দায়িত্ব পালনের যোগ্য ও সক্ষম হয়; এবং মুসলিম ব্যতিত অন্য কারও জন্যেও এটা অনুমোদিত নয়।

অনুচ্ছেদ ২০

শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা মুসলিমদের অধিকার এবং এটি উম্মাহ্'র জন্য ফরয কিফায়াহ্। অমুসলিম নাগরিকদের জন্য শাসকের অন্যায়-অত্যাচার কিংবা তাদের উপর শারী'আহ্ আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২১

মুসলিমদের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রয়েছে। এ দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা অথবা উম্মাহ্'র সমর্থনের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ দলগুলো গঠনের শর্ত হচ্ছে দলের মূলভিত্তি হবে ইসলামী আকীদাহ্ এবং তাদের গৃহীত বিধিবিধান আহ্কাম শারী'আহ্'র উপর ভিত্তি করেই রচিত হতে হবে। এ ধরনের দল গঠনের জন্য রাষ্ট্রের অনুমতি বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দল গঠন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২২

শাসন ব্যবস্থা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereignty) শারী'আহ্'র, জনগণের নয়।

২. কর্তৃত্ব (authority) জনগণের, অর্থাৎ উম্মাহ্'র।

৩. একজন খলীফা নিযুক্ত করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

৪. শুধুমাত্র খলীফার আহ্কাম শারী'আহ্ বাস্তবায়নের অধিকার রয়েছে। সুতরাং, তিনিই সংবিধান ও আইনকে কার্যকর করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৩

রাষ্ট্রযন্ত্র ১৩টি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে,

১. খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান)

২. সহকারীবৃন্দ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)

৩. নির্বাহী সহকারী

৪. গভর্ণরবৃন্দ

৫. আমির উল জিহাদ

৬. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

৭. বৈদেশিক সম্পর্ক

৮. শিল্প

৯. বিচার বিভাগ

১০. জনসাধারণের বিষয়াদি (প্রশাসনিক বিভাগসমূহ)

১১. কোষাগার (বাইতুল মাল)

১২. গণমাধ্যম (তথ্য)

১৩. মাজলিশ আল-উম্মাহ্ (শূরা এবং জবাবদিহিতা)

খলীফা

অনুচ্ছেদ ২৪

খলীফা উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব পালন করবেন এবং শারী'আহ্ বাস্তবায়ন করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৫

খিলাফাত হচ্ছে পছন্দ ও সম্মতি সাপেক্ষে সংঘটিত একটি চুক্তি। কাউকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য কারও উপর শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২৬

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) ও সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম পুরুষ কিংবা নারীর খলীফা নির্বাচিত করার এবং তাকে বাই'আত প্রদানের অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই।

অনুচ্ছেদ ২৭

বাই'আত প্রদানে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাই'আতের মাধ্যমে যখন খিলাফতের নিযুক্তিকরণের চুক্তি (bay'ah of contract) সম্পাদিত হবে, এরপর বাকী লোকদের বাই'আত হবে আনুগত্যের বাই'আত (bay'ah of obedience); চুক্তিমূলক বাই'আত নয়। সুতরাং, কারও মধ্যে বিদ্রোহের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলে তাকে অবশ্যই এই আনুগত্যের বাই'আত প্রদানে বাধ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ ২৮

মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিয়োগ ব্যতীত কেউ খলীফা হতে পারবে না। এছাড়া, কেউ খিলাফতের কর্তৃত্ব দাবি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বৈধভাবে সম্পন্ন হয়; যা কিনা ইসলামের অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ২৯

যে রাষ্ট্র খলীফাকে নিযুক্তির বাই'আত প্রদান করবে সে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে:

১. রাষ্ট্রটি স্বাধীন হতে হবে এবং এর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, কোন কুফর রাষ্ট্রের উপর নয়।

২. রাষ্ট্রের মুসলিমদের নিরাপত্তা (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, কুফর শক্তির মাধ্যমে নয়।

পক্ষান্তরে আনুগত্যের বাই'আত যে কোন দেশের নিকট হতে নেয়া যেতে পারে যার জন্য উপরোক্ত শর্তাবলী আবশ্যকীয় নয়।

অনুচ্ছেদ ৩০

খলীফা হিসেবে কাউকে বাই'আত প্রদানের একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে, তিনি চুক্তির আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণ করেন, যদিওবা তিনি পছন্দনীয় শর্তাবলী পূরণ নাও করেন, কারণ মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে চুক্তির আবশ্যিক শর্তাবলী।

অনুচ্ছেদ ৩১

খলীফা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য একজন ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত ৭ টি আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণ করতে হবে:

১. মুসলিম

২. পুরুষ

৩. স্বাধীন

৪. বালেগ

৫. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী

৬. ন্যায়পরায়ণ, এবং

৭. দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম ।

অনুচ্ছেদ ৩২

যদি মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা অপসারণজনিত কারণে খলীফার পদ শুন্য হয়, তবে আসন শুন্য হবার দিন থেকে তিনদিনের মধ্যে ঐ পদে নতুন খলীফা নিযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৩

খলীফার পদ খালি হয়ে পড়লে একজন নতুন খলীফা নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার জন্য এবং মুসলিমদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে একজন অস্থায়ী আমীর নিয়োগ দেয়া হবে:

১. যখন পূর্ববর্তী খলীফা অনুভব করবেন তার (মৃত্যু) সময় ঘনিয়ে আসছে অথবা তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তাঁর একজন অস্থায়ী আমীর নিয়োগ দেয়ার সুযোগ রয়েছে।

২. যদি অস্থায়ী আমীর নিয়োগ দেবার পূর্বে খলীফা মৃত্যুবরন করেন কিংবা অন্য কোনো কারণে খলীফার পদ শূণ্য হয়ে পড়ে, তবে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী অস্থায়ী আমীর হবেন যদি না তিনি খলীফার পদপ্রার্থী হন। সেক্ষেত্রে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী (অস্থায়ী আমীরের) পদটি পাবেন এবং এভাবেই চলবে।

৩. যদি সকল প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী প্রার্থী হতে চান তবে জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারী অস্থায়ী আমীর হবেন কিংবা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ্য নির্বাহী সহকারী অস্থায়ী আমীর হবেন যদি তিনি নিজে প্রার্থী হতে চান, এবং এভাবেই চলবে।

৪. যদি সকল নির্বাহী সহকারীগণই প্রার্থী হতে চান তবে সর্বকনিষ্ঠ নির্বাহী সহকারী অস্থায়ী আমীরের পদটি পাবেন।

৫. অস্থায়ী আমীরের আইন গ্রহণের কর্তৃত্ব থাকবে না।

৬. অস্থায়ী আমীর সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন যাতে তিন দিনের মধ্যে নতুন খলীফা নিয়োগ সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে সময় বাড়ানো বৈধ নয় যদি না কোনো অপরিহার্য বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়, সেক্ষেত্রে মাযালিম আদালতের অনুমতি নিয়ে তা করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

বাই'আত হচ্ছে খলীফা নিয়োগের পদ্ধতি। আর খলীফা নিয়োগ ও বাই'আতের বাস্তব প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

১. মাজালিম আদালত খলীফার পদ খালি হয়ে পড়ার ঘোষণা দিবেন।

২. অস্থায়ী আমীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং অবিলম্বে (নতুন খলীফা) মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিবেন।

৩. (বাই'আতের) চুক্তির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হবে, এর বাইরে অন্যান্য আবেদন মাযালিম আদালতের সিদ্ধান্তনুযায়ী বাদ দেয়া হবে।

৪. এরপর মাযালিম আদালত কর্তৃক যারা মনোনিত হয়েছেন সেসকল প্রার্থীকে শুরা কাউন্সিল কর্তৃক দুই বার বাছাই করা হবেঃ প্রথমে তারা সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ছয়জন প্রার্থীকে নির্বাচন করবেন, এবং দ্বিতীয় ধাপে তাদের মধ্য হতে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত দুজন প্রার্থীকে নির্বাচন করা হবে।

৫. এ দুজনের নাম ঘোষণা করা হবে এবং মুসলিমদের তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করতে বলা হবে।

৬. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং কে সর্বাধিক ভোট পেয়েছে তা মুসলিমদের অবহিত করা হবে।

৭. যিনি সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন মুসলিমগণ অতিসত্তর আল্লাহ্'র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা হিসেবে তাকে বাই'আত প্রদান করবেন।

৮. বাই'আত প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাই'আতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করা হবে যেন তার খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হবার সংবাদ সমগ্র উম্মাহ্'র নিকট পৌঁছে যায়, তার নামের সাথে সাথে এটাও উল্লেখিত থাকবে যে, তিনি আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণ করেছেন যা তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হবার উপযোগী করেছে।

৯. নতুন খলীফা নিয়োগের এ ধাপগুলো সম্পন্ন করার পর অস্থায়ী আমীরের দায়িত্ব সমাপ্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৫

যদিও খলীফা উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, কিন্তু আইনানুযায়ী বাই'আত সংঘটিত হবার পর খলীফাকে বরখাস্ত করার কোন অধিকার উম্মাহ্'র থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৬

খলীফা নিম্নোক্ত নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ ভোগ করবেন:

১. খলীফা উম্মাহ্'র বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্'র সুন্নাহ্ হতে সঠিক ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত শারী'আহ্ হুকুমসমূহ গ্রহণ করবেন যাতে সেগুলো অবশ্য পালনীয় আইন-কানুনে পরিণত হয়, এবং কেউ তা লঙ্ঘন করতে পারবে না।

২. খলীফা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির জন্য দায়িত্বশীল হবেন; তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং যুদ্ধঘোষণা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৩. খলীফার বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা থাকবে এবং সেইসাথে থাকবে মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ কিংবা প্রত্যাহারের ক্ষমতা।

৪. খলীফা তার সহকারীগণ ও ওয়ালীগণকে নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারবেন। তারা সবাই খলীফা ও মাজলিস আল উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫. খলীফা প্রধান বিচারক ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাখেন, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে মাযালিম আদালতে খলীফা, তাঁর সহকারীবৃন্দ কিংবা প্রধান বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন অবস্থায় মাযালিম বিচারককে অপসারণ করা যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারী বিভাগগুলোর পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার এবং জেনারেলদের নিয়োগ প্রদান এবং বরখাস্তের ক্ষমতা রাখেন। এরা সকলেই খলীফার নিকট দ্বায়বদ্ধ, শূরা কাউন্সিলের নিকট নয়।

৬. খলীফা আহ্কাম শারী'আহ্'র আলোকে রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং প্রত্যেক খাতের রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৭

আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে খলীফা শারী'আহ্ বিধিবিধানের কাছে দ্বায়বদ্ধ। খলীফা এমন কোন আইন গ্রহণ করতে পারবেন না, যা যথাযথভাবে শারী'আহ্'র উৎস থেকে গৃহীত হয়নি। এছাড়া, খলীফা তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ বিধিবিধান এবং আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে (ইজতিহাদের) যে পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা দিয়েও আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা থাকবেন। সুতরাং, এমন কোন আইন গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার অনুসৃত (ইজতিহাদের) পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে, এমন কোন আইনকানুন জারি করাও তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

অনুচ্ছেদ ৩৮

খলীফার নাগরিকদের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদ অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। খলীফা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় মুবাহ্ কাজগুলো (অনুমোদিত আহ্কাম) গ্রহণ করতে পারবেন। তবে, জনগণের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে তিনি কোন শারী'আহ্ আইন লঙ্ঘন করতে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি সম্পদের সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে পারবেন না। শোষণ বা অপব্যবহার রোধ করার

দোহাই দিয়ে তিনি দ্রব্যমূল্যের দাম নির্ধারণ করতে পারবেন না। এছাড়া, রাষ্ট্রের লাভবান হবার কথা চিন্তা করে তিনি কোন নারী বা অমুসলিমকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন না। তিনি কোন হালালকে নিষিদ্ধ কিংবা কোন হারামকে আইনসিদ্ধ করতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ৩৯

খলীফার মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা থাকবেন যতক্ষণ এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে যে তিনি আহ্কাম শারী'আহ্ মেনে চলছেন, এগুলোকে বাস্তবায়ন করছেন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম। তবে, যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বা তার অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তিনি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা হারান, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে খলীফার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪০

তিনটি পরিস্থিতি রয়েছে যা খলীফার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে এবং তখন তাকে খলীফার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে:

১. যদি মৌলিক শর্তাবলীর কোন একটি পরিবর্তিত হয়, যেমন যদি তিনি মুরতাদ হয়ে যান, কিংবা প্রকাশ্যে গুনাহ্'তে লিপ্ত হন, কিংবা অপ্রকৃতস্থ হয়ে যান, কিংবা এরকম অন্যকিছু। কারণ এগুলো খলীফা নিয়োগ, এবং তিনি পদে আসীন থাকার মৌলিক শর্তাবলীর অন্তর্ভূক্ত।

২. যদি তিনি কোন কারণে খলীফার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন।

৩. কোন ঘটনায় অক্ষম প্রমাণিত হলে, যেখানে খলীফা শারী'আহ অনুযায়ী উম্মাহ্'র বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। যদি খলীফা কোন শক্তির কাছে এমনভাবে নতি স্বীকার করেন যে, জনগণের বিষয়গুলো শারী'আহ্ অনুযায়ী সমাধানের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তবে তিনি যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালনে অক্ষম বলে বিবেচিত হবেন। কাজেই তিনি আর খলীফা থাকবেন না। দুটি পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে,

   ক. যদি এমন হয় যে, খলীফার সহকারীবৃন্দের কোন একজন কিংবা একদল ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে খলীফাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন, সেক্ষেত্রে যদি খলীফার পক্ষে তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ থেকে থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সতর্ক করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি নিজেকে তাদের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে বরখাস্ত করতে হবে। যদি শুরু থেকে দেখা যায়, তাদের প্রভাব থেকে খলীফার নিজেকে মুক্ত করার কোন সুযোগ নাই তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করতে হবে।

   খ. যখন খলীফা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হন, সেটা প্রকৃতার্থে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাই হোক না কেন। এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হবে। যদি এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে মুক্ত করার সুযোগ আছে তবে তাকে উদ্ধার করা পর্যন্ত সময় দেয়া হবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই, তবে তাকে অপসারণ করা হবে। যদি

শুরু থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই তবে তৎক্ষণাৎ তাকে অপসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৪১

শুধুমাত্র মাযালিম আদালতেরই এই এখতিয়ার রয়েছে যে, খলীফার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তাকে বরখাস্ত করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার। কেবলমাত্র মাযালিম আদালতই খলীফাকে বরখাস্ত কিংবা সতর্ক করার কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করেন।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীবৃন্দ (তাফউয়িদ)

অনুচ্ছেদ ৪২

খলীফা এক বা একাধিক প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী নিয়োগ দিবেন, যারা শাসনের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হবেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেবেন, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব মতামত এবং ইজতিহাদ অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন। খলীফার মৃত্যুবরণের সাথে তার সহকারীদের মেয়াদও ফুরিয়ে যায়, এবং শুধুমাত্র অস্থায়ী আমীরের সময়কাল ছাড়া তারা আর তাদের দায়িত্বে বহাল থাকবেন না।

অনুচ্ছেদ ৪৩

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হবার জন্য খলীফা হবার অনুরূপ শর্তাবলী পূরণ করা আবশ্যক। এগুলো হচ্ছে: মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, স্বাধীন (মুক্ত) এবং ন্যায়পরায়ণ। সেই সাথে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তার থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক; যথা: খলীফার প্রতিনিধিত্ব করা ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করার সাধারণ দায়িত্ব (general responsibility)। সুতরাং, একজন সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে খলীফাকে একটি বক্তব্য প্রদান করতে হবে যেখানে তিনি বলবেন, "আমার পক্ষে আমি আপনাকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করছি" অথবা অন্য কোন বক্তব্য যেখানে তার প্রতিনিধিত্ব ও শাসন সংক্রান্ত সাধারণ দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার করা হবে। এই কর্তৃত্বের দ্বারা খলীফা সহকারীদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করতে পারবেন, কিংবা সহকারী হিসেবে প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তরিত বা কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে নতুন করে কর্তৃত্ব প্রদান করার প্রয়োজন নেই যেহেতু এটি মূল ক্ষমতায়নের মধ্যেই পড়ে।

অনুচ্ছেদ ৪৫

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর দায়িত্ব হচ্ছে খলীফাকে তার কাজ এবং তার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত সম্পাদিত বিষয় ও নিয়োগের সম্পর্কে অবহিত করা, কারণ তিনি দায়িত্বের দিক থেকে খলীফার সমান নন। সুতরাং, তার দায়িত্ব হচ্ছে খলীফার নিকট তার কাজের বিবরণী পেশ করা এবং তার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করা।

অনুচ্ছেদ ৪৬

খলীফাকে মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর কাজ ও সিদ্ধান্তগুলো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। খলীফা সঠিক কাজগুলোর অনুমোদন দেবেন এবং ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবেন, কারণ উম্মাহ্'র বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলীফার উপর অর্পিত এবং এটি তার ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।

অনুচ্ছেদ ৪৭

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ যখন খলীফার জ্ঞাতসারে কোন বিষয় পরিচালনা করবেন, তখন পরবর্তীতে সংশোধন ছাড়াই তিনি ঐ কাজ করতে পারবেন। যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর কোন কাজকে খলীফা সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করেন তখন নিম্নোক্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে:

১. যদি খলীফা কোন কাজে বা খরচে আপত্তি জানান এমন অবস্থায় যখন কাজটির ক্ষেত্রে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে কিংবা খরচটি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, তখন মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। কারণ, কাজটি খলীফা'র প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর প্রয়োগকৃত আইন কিংবা খরচকে সংশোধন বা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই।

২. যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন করে থাকেন যেমন কোন ওয়ালী নিয়োগ বা কোন স্থানে সেনা মোতায়েন, তখন খলীফার উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করা বা রদ করার অধিকার রয়েছে। কারণ, এ সিদ্ধান্তসমূহ ঐ শ্রেণীতে পড়ে যেক্ষেত্রে খলীফা তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকেও পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৪৮

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদগণদের কাউকেই প্রশাসনের কোন বিশেষ বিভাগের বা বিশেষ কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া যাবে না, কারণ তার দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ (general)। যেহেতু প্রশাসনিক কর্মকান্ড কর্মকর্তাগণ (civil servants) করে থাকেন, শাসক নয়, অথচ মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হচ্ছেন একজন শাসক। (তাই) তিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃত্বে নিযুক্ত হবেন না, কারণ তার দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ।

নির্বাহী সহকারীবৃন্দ (তানফিদ)

অনুচ্ছেদ ৪৯

খলীফা নির্বাহী সহকারী নিযুক্ত করবেন। তাদের কাজ হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ করা, শাসন করা নয়। তারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়গুলোতে খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়গুলোতে তারা খলীফার কাছে এবং খলীফার কাছ থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করবেন। বস্তুতঃ প্রশাসনিক এই কার্যালয় খলীফা ও অন্যদের মাঝে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে :

১. জনগণের সাথে সম্পর্ক

২. পররাষ্ট্র সম্পর্ক

৩. সেনাবাহিনী

৪. সেনাবাহিনী ব্যতিত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

অনুচ্ছেদ ৫০

নির্বাহী সহকারী-কে অবশ্যই একজন মুসলিম পুরুষ হতে হবে, কারণ তিনি খলীফার একজন সহকারী।

অনুচ্ছেদ ৫১

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর ন্যায় নির্বাহী সহকারীরও খলীফার সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকবে। নির্বাহী সহকারী খলীফার সহকারী, তবে তিনি শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যকলাপে সহকারী হিসাবে কাজ করবেন, শাসন বিষয়ক কার্যকলাপে নয়।

প্রাদেশিক গভর্ণরবৃন্দ (ওয়ালী)

অনুচ্ছেদ ৫২

রাষ্ট্রের অর্ন্তভূক্ত অঞ্চলসমূহ কতগুলো এককে (units) বিভক্ত; এগুলো হচ্ছে উলাই'য়াহ্ বা প্রদেশ। প্রতিটি উলাইয়াহ্ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত; এগুলো হচ্ছে 'ইমালাহ্ (জেলা)। যিনি উলাই'য়াহ্ পরিচালনা করবেন, তাকে ওয়ালী বা আমির এবং যিনি 'ইমালাহ্ পরিচালনা করবেন তাকে 'আমিল বা হাকীম (সাব-গভর্ণর) বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ৫৩

খলীফা ওয়ালী এবং 'আমিলদের নিয়োগ দেবেন। ওয়ালী যদি খলীফা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি 'আমিল নিয়োগ দিতে পারবেন। ওয়ালী এবং 'আমিলদের খলীফার অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, মুক্ত (স্বাধীন), প্রাপ্ত বয়স্ক, প্রকৃতস্থ, দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম, এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাদেরকে তাকওয়া সম্পন্ন ও পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিয়োগ দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৫৪

খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে ওয়ালীগণের তাদের অধীনস্থ প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মূল্যায়ন, শাসন ও তত্ত্বাবধান করার অধিকার রয়েছে। প্রদেশের ওয়ালীগণের তাদের অধীনস্থ প্রদেশে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। অর্থ, বিচারবিভাগ এবং সশস্ত্রবাহিনী ছাড়া, প্রদেশের জনগণের উপর তার আদেশ দেবার অধিকার ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর উপর তার নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে, তবে প্রশাসনিক নয়।

অনুচ্ছেদ ৫৫

ওয়ালী তার ক্ষমতার মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করতে বাধ্য নন। তবে যদি কোন নতুন ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে তা পূর্বেই খলীফাকে অবহিত করতে হবে। এরপর তিনি খলীফার নির্দেশনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারবেন। যদি অপেক্ষার ফলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পর তিনি খলীফাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তার গৃহীত পদক্ষেপ ও পূর্বে অবহিত না করার কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

অনুচ্ছেদ ৫৬

প্রতিটি প্রদেশে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি উলাই'য়াহ্ প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে যার প্রধান হবেন উক্ত প্রদেশের ওয়ালী। এ পরিষদের প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত দেয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নয়। দুটি উদ্দেশ্যে এটি থাকবে:

প্রথমতঃ প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণ ও এর চাহিদা ওয়ালীকে প্রদান করা এবং এসব বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করা।

দ্বিতীয়তঃ ওয়ালীর শাসনের ব্যাপারে তাদের সন্তোষ কিংবা অসন্তোষ ব্যক্ত করা।

প্রথম বিষয়ে প্রতিনিধি পরিষদের মতামত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক না। তবে দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক – যদি তারা অভিযোগ করে তবে ওয়ালীকে বরখাস্ত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৫৭

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে ওয়ালী'র শাসনের মেয়াদকাল দীর্ঘ হবে না। যখনই তার অবস্থান শক্ত হবে কিংবা জনগণ তাকে প্রশংসা করতে থাকবে, তখনই উক্ত প্রদেশ থেকে তাকে অপসারিত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৫৮

ওয়ালী'র নিয়োগ সাধারণ দায়িত্বের অন্তর্গত ও একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। ওয়ালী এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা যাবে না। তাকে প্রথমে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে, এবং তারপর প্রয়োজন বোধে তাকে অন্যত্র পুনঃনিয়োগ দেয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ ৫৯

খলীফা ইচ্ছা করলে কিংবা মজলিস আল উম্মাহ্ অসন্তোষ প্রকাশ করলে, কোন কারণ বা অভিযোগ ছাড়াই, অথবা যদি উলাই'য়াহ্'র অধিকাংশ জনগণ তাদের ওয়ালী'র প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন ওয়ালী'কে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া যাবে। যেকোন পরিস্থিতিতেই অব্যহতি বা বরখাস্তের আদেশ খলীফার নিকট থেকে আসতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬০

খলীফাকে ওয়ালীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে, এবং নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। তাকে ওয়ালীদের তদন্ত ও পর্যবেক্ষণের জন্য লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। খলীফাকে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং ওয়ালীদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ বা মতামত নিয়মিতভাবে শুনতে হবে।

আমির আল জিহাদ – সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ – সেনাবাহিনী

অনুচ্ছেদ ৬১

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে, যেমন: সেনাবাহিনী, পুলিশ, চুক্তি, কার্যাবলী, সামরিক যন্ত্রপাতি, যুদ্ধোপকরণ এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য কার্যকলাপ। এর সাথে আরও অন্তর্ভূক্ত থাকবে সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সামরিক মিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যুদ্ধ ও এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহও দেখভাল করবে। এবং এই বিভাগের প্রধানকে বলা হবে আমির আল-জিহাদ।

অনুচ্ছেদ ৬২

জিহাদ সকল মুসলিমের জন্য ফরয। সুতরাং, সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। পনের বছর বয়স্ক বা তদূর্ধ্ব প্রতিটি মুসলিম পুরুষের জন্য জিহাদ-এর প্রস্তুতিমূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। তবে, সেনাবাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ফরয কিফায়াহ্।

অনুচ্ছেদ ৬৩

সামরিক বাহিনীর দু'ধরনের সেনা সদস্য থাকবে। প্রথমটি রিজার্ভ বাহিনী অর্থাৎ অস্ত্রধারণে সক্ষম সকল মুসলিম নাগরিক। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্মরত সক্রিয় বাহিনী, যারা রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীর মত রাষ্ট্রের বাজেট থেকে বেতনভূক্ত।

অনুচ্ছেদ ৬৪

সামরিক বাহিনীর নিজস্ব ব্যানার ও পতাকা থাকবে। খলীফা যাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ দেবেন তার নিকট ব্যানার প্রদান করবেন। পতাকাসমূহ ব্রিগেডিয়ারগণ প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৬৫

খলীফা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক (Chief-of-General-Staff), প্রতিটি ব্রিগ্রেড-এর জন্য জেনারেল ও ডিভিশনের জন্য কমান্ডার নিয়োগ দেবেন। বাকী পদসমূহে ব্রিগ্রেডিয়ার ও কমান্ডার'রা নিয়োগ দেবেন। কমিশন্ড অফিসারগণ (General Staff) তাদের স্বীয় সামরিক প্রশিক্ষণ অনুযায়ী, চিফ অব জেনারেল স্টাফ দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ ৬৬

সামরিক বাহিনী একটি একক স্বত্তা। নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে তার বিভিন্ন ইউনিট অবস্থিত থাকবে। এদের মধ্যে কিছু ঘাঁটি বিভিন্ন উলাই'য়াহ্'তে (প্রদেশসমূহ) অবস্থিত থাকবে। কিছু ঘাঁটি কৌশলগত অবস্থানে এবং কিছু আক্রমণকারী শক্তি হিসাবে ভ্রাম্যমান থাকবে। এসব ঘাঁটি বিভিন্ন কাঠামোয় (formations) গঠিত হবে। প্রতিটির একটি বিশেষ নাম্বার ও তার বিপরীতে নাম থাকবে, যেমন: প্রথম বাহিনী, তৃতীয় বাহিনী ইত্যাদি। কোন কোন বাহিনীর নাম সংশ্লিষ্ট উলাই'য়াহ্ বা 'ইমালাহ্ (জেলা)-এর নামে হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৬৭

সামরিক বাহিনীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চমাত্রায় সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে হবে। এ বাহিনীর বুদ্ধিমত্তার মাত্রা যতোটা সম্ভব উচ্চমাত্রায় উন্নীত করতে হবে। সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হবে যেন তারা প্রত্যেকেই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

অনুচ্ছেদ ৬৮

প্রতিটি ঘাঁটিতে যথেষ্ট পরিমাণ কমিশন্ড অফিসার (officers of the general Staff) থাকা অত্যাবশ্যক যারা সর্বোচ্চ মাত্রার সামরিক জ্ঞানের অধিকারী, এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ। সামগ্রিকভাবে সামরিক বাহিনী যত বেশী সম্ভব এধরনের কমিশন্ড অফিসারদের ধারন করবে।

অনুচ্ছেদ ৬৯

সামরিক বাহিনীকে ইসলামী সেনাবাহিনী হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য আবশ্যিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ

অনুচ্ছেদ ৭০

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল কিছুর জন্য দায়িত্বশীল, এবং যাকিছু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এ বিভাগ পুলিশের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে, এবং খলীফার অনুমতি ব্যতিত সেনাবাহিনীর সাহায্য নেয় না। এ বিভাগের প্রধানকে বলা হয় (আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক)। প্রদেশগুলোতে এ বিভাগের শাখা থাকবে, তাদের প্রত্যেককে বলা হবে (আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখা) এবং প্রদেশে এ শাখার প্রধানকে বলা হবে পুলিশ প্রধান, সাহিব আল-সুরতাহ্।

অনুচ্ছেদ ৭১

পুলিশ বাহিনীর দুটো শাখা থাকবে: মিলিটারি পুলিশ, যারা আমীরুল জিহাদের নেতৃত্বে থাকবে, অন্যকথায় যুদ্ধ বিভাগের আওতায় থাকবে। এছাড়া নিরাপত্তা বিধানের জন্য শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ থাকবে, তারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের আওতায় থাকবে। তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে উত্তমরূপে পালন করার জন্য প্রত্যেক শাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৭২

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিভাগের আওতাভুক্ত (সমাজে) নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি হিসেবে যেসব বিষয়াদি রয়েছে তা হলো: ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ, ডাকাতি, মানুষের সম্পদের উপর আক্রমণ, মানুষের জীবন ও সম্মানের উপর আক্রমণ, এবং যুদ্ধরত কিংবা সম্ভাব্য যুদ্ধকামী কাফেরদের পক্ষে যেসব ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরি করছে বলে সন্দেহজনক নাগরিকদের নজরদারি করা।

পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিভাগ

অনুচ্ছেদ ৭৩

খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে জড়িত সকল সম্পর্কের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিভাগ দায়িত্বে থাকবে, তা রাজনৈতিক দিক দিয়ে হোক কিংবা অর্থনৈতিক, শিল্পজনিত, কৃষিজনিত এবং ব্যবসাজনিত হোক কিংবা চিঠিপত্র, তারবার্তা, তারবিহীন বার্তা ইত্যাদি হোক।

শিল্প বিভাগ

অনুচ্ছেদ ৭৪

শিল্প বিভাগ শিল্প সংক্রান্ত সকল কার্যাবলীর দায়িত্বে থাকবে, তা ভারী শিল্প হোক যেমন – ইঞ্জিন, মেশিন, পরিবহন, পণ্যাদি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরি কিংবা হালকা শিল্প নির্মাণ হোক। একইভাবে, কারখানা গণমালিকানাধীন সম্পত্তি হোক কিংবা ব্যাক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির অংশ হোক, তাদের সাথে সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ থাকতে হবে। সকল প্রকার কারখানাকে সামরিক নীতির উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করতে হবে।

বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ৭৫

বিচার বিভাগ হচ্ছে বিচারকদের কর্তৃক রায় প্রদানের ক্ষমতা, যা সবার মেনে চলতে বাধ্য। এটি মানুষের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদের নিরসন করে, জনগোষ্ঠীর অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয় এমন কর্মকান্ড প্রতিরোধ করে, এবং জনগণ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করে, তা শাসক বা কর্মচারী যার সাথেই হোক না কেন। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে খলীফাসহ তার অধীনস্ত সকলে অর্ন্তভূক্ত।

অনুচ্ছেদ ৭৬

খলীফা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। এই বিচারককে অবশ্যই একজন মুসলিম, পুরুষ,

বালেগ, প্রকৃতস্থ, মুক্ত, এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাকে অবশ্যই একজন বিচারকও হতে হবে। যদি তাকে মাযালিম আদালতের বিচারককে নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা দেয়া হয় অথবা মাযালিম আদালতে বিচারক্ষমতা দেয়া হয়, তবে তাকে অবশ্যই একজন মুজতাহিদ হতে হবে। তিনি প্রশাসনিক নিয়মের মধ্যে থেকে যেকোন বিচারককে নিয়োগ প্রদান, বরখাস্ত কিংবা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। বাকী কর্মচারীগণ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক শাখার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ ৭৭

রাষ্ট্রে তিন ধরনের বিচারক থাকবেন:

১. কাজী আল খুসুমাত, যিনি জনগণের মাঝে লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা করবেন;

২. কাজী আল হিসবা (মুহ্তাসিব) যিনি জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আইনভঙ্গের বিচার করবেন;

৩. কাজী আল মুহ্কামাত আল মাযালিম, যিনি জনগণ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করবেন।

অনুচ্ছেদ ৭৮

প্রত্যেক বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, বালেগ, স্বাধীন (মুক্ত), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ, ফকীহ্ (ফীকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী), এবং বিভিন্ন পেক্ষাপটে শারী'আহ্ হুকুমকে প্রয়োগের সম্যক ধারনা থাকতে হবে। মাযালিম আদালতের বিচারকদের উপরোক্ত শর্তপূরণ করা ছাড়াও পুরুষ ও মুজতাহিদ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭৯

কাজী আল খুসুমাত, মুহ্তাসিব এবং মাযালিম-কে সমগ্র রাষ্ট্রজুড়ে বিচারের রায় প্রদানের জন্য সাধারণভাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে অথবা তাদের নিয়োগদান যেকোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৮০

প্রতিটি আদালতে কেবলমাত্র একজন বিচারকের রায় প্রদান করার ক্ষমতা থাকবে। তার সাথে এক বা একাধিক বিচারকগণ তাকে সহায়তা করা কিংবা পরামর্শ দেয়ার জন্য থাকতে পারেন। এ সমস্ত সহকারীদের কোন বিচারিক ক্ষমতা থাকবে না এবং তাদের মতামত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

অনুচ্ছেদ ৮১

আদালতের সেশন ছাড়া একজন বিচারক রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। শপথ ও স্বাক্ষ্যপ্রমাণ কেবলমাত্র যথাযথ আদালতের সেশনের মাধ্যমেই বিবেচনা করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮২

মামলার প্রকারভেদে বিভিন্ন স্তরের আদালত (grades of courts) থাকতে পারবে। কিছু বিচারককে কোন এক নির্দিষ্ট স্তরের বিশেষ কিছু মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া যাবে এবং অন্য আদালতের বিচারকগণ অন্যান্য মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮৩

আপিল বা খারিজ এর জন্য কোন আদালত থাকবে না। অর্থাৎ, বিচারব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতিতে প্রতিটি রায় একক স্তরেই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। যখন কোন বিচারক রায় ঘোষণা করবেন, ততক্ষণাৎ এটি বাস্তবায়ন যোগ্য এবং অন্যকোন বিচারকের রায় এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে যদি কোন বিচারক শারী'আহ্ পরিত্যাগ করে কুফর আইন দিয়ে রায় প্রদান করেন অথবা তার অনুসৃত আইন কুর'আন, সুন্নাহ্, ইজমায়ে সাহাবা'র সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিংবা তিনি এমন কোন রায় দেন যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত – এসব ক্ষেত্রে বিচারের রায় পরিবর্তন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৮৪

মুহতাসিব বিচারক এমনসব মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করবেন যেগুলো সর্বসাধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও যেখানে কোন বাদী (আবেদনকারী) নেই, এবং যেগুলো হুদুদ ও ক্রিমিনাল আইন এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ৮৫

যখন এবং যেখানেই আইন লঙ্ঘিত হবে ততক্ষণাৎ মুহতাসিব-এর তা বিচারের ক্ষমতা রয়েছে। তার রায় ঘোষণার জন্য কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। মুহতাসিব-এর অধীনে কিছু সংখ্যক পুলিশ থাকবে যারা তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন এবং ততক্ষণাৎ বিচারের রায় কার্যকর করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮৬

মুহতাসিব-এর তার সহকারী নিয়োগদানের ক্ষমতা রয়েছে। এ সহকারীর মুহতাসিব-এর অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দিতে পারবেন। এ সকল সহকারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ও মামলায় মুহতাসিব-এর সমান অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৮৭

মাযালিম আদালতের বিচারক খলীফা কিংবা তার অধীনে কোন শাসক/প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক রাষ্ট্রের অধিবাসী নাগরিক কিংবা অনাগরিক যেকোন ব্যক্তির প্রতি যেকোন প্রকার অন্যায়ের প্রতিকার বা বিচার করার দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ ৮৮

মাযালিম আদালতের বিচারকবৃন্দ খলীফা কিংবা প্রধান বিচারক দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

তাদেরকে জবাবদিহিতা, শাস্তি প্রদান এবং অপসারণের ক্ষমতা খলীফা কিংবা প্রধান বিচারকের থাকবে যদি খলীফা এবিষয়ে তাকে কর্তৃত্ব দিয়ে থাকেন। তবে খলীফা, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ কিংবা প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যদি কোন মামলা মাযালিম আদালতের বিচারকের নিকট চলমানাধীন থাকে সেক্ষেত্রে ঐ সময় মাযালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করা যাবে না, বরং এসব ক্ষেত্রে তাকে অপসারণ করার দায়িত্ব থাকবে মাযালিম আদালতের।

অনুচ্ছেদ ৮৯

মাযালিম আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। খলীফা অন্যায় প্রতিকার করার জন্য যত সংখ্যক বিচারক প্রয়োজন, ততজন বিচারককে নিয়োগ দিতে পারবেন। যদিও কোন বিচারিক সেশনে একাধিক বিচারক উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু একজন বিচারকেরই রায় দেবার অধিকার থাকবে। বাকী বিচারকগণ তাকে সহযোগিতা কিংবা পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু তাদের পরামর্শ অনুসরণ করেই যে তাকে রায় দিতে হবে এই বিষয়ে তিনি আবদ্ধ নন।

অনুচ্ছেদ ৯০

মাযালিম আদালতের খলীফাসহ যেকোন শাসক কিংবা সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে, ঠিক যেভাবে এটির খলীফাকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে, যদি অন্যায় (মাযলামা) অপসারণের জন্য তার অপসারণ অনিবার্য হয়।

অনুচ্ছেদ ৯১

মাযালিম আদালতের সরকারী কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কিত যেকোন মামলা কিংবা খলীফার আহ্কাম শারী'আহ্ লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও এ আদালতের খলীফা কর্তৃক সংবিধান, আইন কিংবা কোন শারী'আহ্ বিধানের ব্যাখ্যা, জনগণের উপর আরোপিত কর, ইত্যাদি বিষয়ে বিচ্যুতির তদন্ত করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৯২

মাযালিম আদালতের বিচারকের কোন আদালত সেশনের প্রয়োজন নেই। বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার বাধ্যবাধকতা নেই কিংবা মামলার কোন বাদীরও প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিষয় আদালতে উপস্থাপিত না হলেও মাযালিম আদালতের যে কোন অন্যায়-অবিচারের তদন্ত করা এবং এ বিষয়ে বিচার করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৯৩

প্রতিটি বিবাদী এবং বাদীর একজন প্রতিনিধি (উকিল) – পুরুষ বা নারী, মুসলিম কিংবা অমুসলিম – নিয়োগের অধিকার রয়েছে। তার এবং তার প্রতিনিধির মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। বেতনভাতার বিনিময়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৯৪

রাষ্ট্রের কোন সাধারণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন: খলীফা, শাসক, সরকারী কর্মচারী, একজন

মাযালিম বিচারক বা মুহতাসিব; অথবা, কোন নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন: রক্ষণাবেক্ষণকারী (custodian) বা অভিভাবক (guardian); তার পক্ষে, বাদী বা বিবাদী উভয়েই – তার উল্লেখিত ক্ষমতার সীমার মধ্যে – একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ৯৫

অনুমোদনকৃত যেসব চুক্তি, লেনদেন ও বিচারিক রায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগে বাস্তবায়িত হয়েছে, খিলাফতের বিচারকগণ সেগুলো বাতিল ঘোষণা করবেন না কিংবা পুনর্বিবেচনাও করবেন না, যদি না কোনো মামলার ক্ষেত্রে:

ক) এর চলমান প্রভাব বিদ্যমান থাকে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সুতরাং তা পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক।

খ) কিংবা তা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত যা পুর্ববর্তী শাসকগণ ও তাদের অনুসারীগণ আনয়ন করেছিলেন। সুতরাং, এ ধরনের মামলা পুনর্বিবেচনা করা খলীফার জন্য বৈধ।

খ) কিংবা তা কোনো আত্মসাৎকৃত অর্থের সাথে সম্পর্কিত, এবং তার হাতিয়ে নেয়া অর্থ এখনো তার হাতে বিদ্যমান।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ ৯৬

সরকার ও জনগণের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ এবং প্রশাসন, যাদের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

অনুচ্ছেদ ৯৭

কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা, এবং কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসন, দপ্তর ও বিভাগসমূহের প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৯৮

যেকোন যোগ্য নাগরিক, পুরুষ কিংবা নারী, মুসলিম কিংবা অমুসলিম যেকোন প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের প্রধান কিংবা কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৯৯

সকল প্রশাসনের একজন মহাব্যবস্থাপক থাকবে। প্রতিটি দপ্তর ও বিভাগের একজন পরিচালক থাকবেন। সকল পরিচালকগণ তাদের প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। এরা আবার প্রত্যেকেই আইন, জননিরাপত্তা বা সাধারণ নিয়মনীতির ক্ষেত্রে খলীফা, ওয়ালী বা 'আমিল এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ১০০

প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের ব্যবস্থাপক ও পরিচালকগণ প্রশাসনিক নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে বরখাস্ত হতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন পদে বদলি কিংবা বরখাস্ত করার অনুমতি রয়েছে। তাদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, শাস্তি, এবং অপসারণের এখতিয়ার কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ কিংবা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির হাতে রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০১

ব্যবস্থাপক বাদে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, শাস্তি, এবং অপসারণের এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ কিংবা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির হাতে রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল)

ধারা ১০২

শারী'আহ্ নিয়মনীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায়, সংরক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য বাইতুল মাল দায়িত্বশীল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার দপ্তরের প্রধানকে কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ (খাজিন বাইতুল মাল) বলা হবে। প্রদেশগুলো এর অধীনে থাকবে এবং সেসব দপ্তরের প্রধানকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ট্রাস্টি (সাহিব বাইতুল মাল) বলা হবে।

প্রচার বিভাগ

ধারা ১০৩

প্রচার মাধ্যম দপ্তর ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রচারণা সংক্রান্ত সকল কৌশল প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বশীল থাকবে। অভ্যন্তরীণভাবে, এ দপ্তর এমন একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরির জন্য কাজ করবে, যা সমাজ থেকে কুফর দূষিত চিন্তা-চেতনাগুলো বের করে দিবে এবং সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করবে। এবং আন্তর্জাতিকভাবে, এ দপ্তর শান্তিতে কিংবা সমরে ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরবে যা ইসলামের মহিমা, ন্যায়পরায়নতা এবং এর সেনাবাহিনীর শক্তিকে তুলে ধরবে, এবং মানবরচিত ব্যবস্থার দুর্নীতি, যুলুম ও এর দুর্বল সেনাবাহিনীর বাস্তবতা উন্মোচন করবে।

ধারা ১০৪

রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের মিডিয়ার মালিকানা প্রাপ্তির জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। বরং প্রচার মাধ্যম দপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করাই যথেষ্ট, যাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানতে পারে এই মিডিয়াটি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। যেকোন মিডিয়ার মালিক ও সম্পাদককে ঐ মিডিয়ায় প্রকাশিত যেকোনো প্রকাশনার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে অন্য যেকোন নাগরিকের মত শারী'আহ্ লঙ্ঘনের ব্যাপারে কঠোর জবাবদিহি করা হবে।

মাজলিস আল-উম্মাহ্ (শুরা এবং জবাবদিহিতা)

ধারা ১০৫

মুসলিমদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত যে পরিষদ উম্মাহ্'র মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী খলীফার নিকট প্রকাশ করেন তাকে মাজলিস আল উম্মাহ্ বলা হয়, আর যেসব প্রতিনিধি উলাই'য়াহ্ বা প্রদেশগুলোর জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে মাজলিস আল-উলাই'য়াহ্ বলা হয়। অমুসলিমগণও মজলিস-এর সদস্য হতে পারবেন এবং তাদের উপর সংঘটিত কোন অবিচার কিংবা ইসলামী আইনের কোন অপপ্রয়োগ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১০৬

মাজলিস আল-উলাই'য়াহ্'র সদস্যগণ প্রদেশের জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। এবং মাজলিসের সদস্যসংখ্যা ঐ প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হবে। মাজলিস আল-উম্মাহ্'র প্রতিনিধিগণ মাজলিস আল-উলাই'য়াহ্'র সদস্যগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। মাজলিস আল-উম্মাহ্ এবং মাজলিস আল-উলাই'য়াহ্'র মেয়াদকাল একই হবে।

ধারা ১০৭

প্রতিটি নাগরিকের, হোক সে মুসলিম পুরুষ কিংবা নারী অথবা অমুসলিম পুরুষ কিংবা নারী, তার মাজলিস আল-উম্মাহ্ এবং মাজলিস আল-উলাই'য়াহ্ এর সদস্য হবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। তবে অমুসলিমদের সদস্যপদ তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৮

শুরা (পরামর্শ) এবং মাশুরা (সুচিন্তিত মত) হচ্ছে কোন বিষয়ে মতামত চাওয়া। এই মতামতগুলো বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নয় যদি তা আইনসংক্রান্ত বিষয়, সংজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় যেমন তথ্যের পরীক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু এই মতামতগুলো বাধ্যবাধকতাপূর্ণ যখন খলীফা অন্যান্য বাস্তবিক বিষয় ও কর্মকান্ডসমূহে মতামত চান যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

অনুচ্ছেদ ১০৯

মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকল নাগরিক তাদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারবে, কিন্তু শুরা'র অধিকার কেবলমাত্র মুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১১০

পরামর্শের (শুরা) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, মতামতটি সঠিক নাকি ভুল তা বিবেচ্য নয়। আর শুরা'র অন্তর্ভুক্ত যেসব বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজন সেসব বিষয়ে সঠিক মতামতটি গৃহীত হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নাকি লঘিষ্ঠ তা বিবেচ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ১১১

মাজলিস আল-উম্মাহ্ পাঁচটি বিষয়ে ক্ষমতা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. ক. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয় ও কর্মকান্ডসমূহ যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আবশ্যিক নয়, যেমন শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে খলীফাকে মাজলিস-এর সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং মাজলিস-এর অধিকার রয়েছে সেসব বিষয়ে খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার। এসব বিষয়ে মাজলিস-এর মতামত অনুসরণ খলীফার জন্য বাধ্যতামূলক।

খ. অন্যান্য বিষয় যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থসংস্থান, সশস্ত্রবাহিনী এবং পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে খলীফা চাইলে পরামর্শ ও মতামতের জন্য কাউন্সিলে পাঠাতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মাজলিসের মতামত অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।

২. খলীফা যখন কোন নিয়ম কিংবা আইনকে বিধিবদ্ধ করতে চান, তখন তার অধিকার রয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে মাজলিসকে অবগত করা, এবং মাজলিসের মুসলিম সদস্যদের

অধিকার রয়েছে বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও মতামত ব্যক্ত করার। কিন্তু, যদি তারা খলীফার সাথে আইনগুলো উৎসারিত হওয়ার প্রক্রিয়া অর্থাৎ রাষ্ট্রে গৃহিত শারী'আহ্ উসূল (আইনের উৎস) হতে উৎসারিত হওয়ার প্রক্রিয়া কিংবা দলিল নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে, তখন বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব মাযালিম আদালতকে দেয়া হবে, এবং এক্ষেত্রে মাযালিম আদালতের রায় মেনে নেয়া সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

৩. মাজলিস আল-উম্মাহ্ সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ সম্পর্কে খলীফাকে জবাবদিহি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, তা অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক ইত্যাদি যে বিষয়ই হোক না কেন। যেসকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সেসকল বিষয়ে মাজলিস আল উম্মাহ্'র মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। যেসকল বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত বাধ্যতামূলক নয়, সেসকল বিষয়ে মাজলিস-এর মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

   সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের শারী'আহ্ আইনগত বৈধতা নিয়ে খলীফা ও মাজলিস-এর সদস্যদের মধ্যে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তা অবশ্যই মাযালিম আদালতের কাছে উপস্থাপিত হবে এবং সে ব্যাপারে মাযালিম আদালতের এর রায় অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

৪. মাজলিস আল-উম্মাহ্ খলীফার সহকারী, ওয়ালী ও আমীলদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে মাজলিস-এর মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এবং খলীফা তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তদের পদচ্যুত করবেন। কোন ওয়ালী কিংবা আমীলের ব্যাপারে সন্তোষ কিংবা অসন্তোষ ব্যক্ত করা ক্ষেত্রে যদি মাজলিস আল-উম্মাহ্'র মতামত সংশ্লিষ্ট উলাই'য়াহ্'র মাজলিসের মতামতের ভিন্ন হয় তবে সেক্ষেত্রে উলাই'য়াহ্'র মাজলিসের মতামত অগ্রাধিকার পাবে।

৫. মাজলিস আল-উম্মাহ্'র মুসলিম সদস্যদের ক্ষমতা রয়েছে মাযালিম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতা অনুসারে খলীফা পদে প্রার্থী বাছাই করার। কোন প্রার্থীই মাজলিস-এর মনোনয়ন ব্যতীত নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। এক্ষেত্রে মাজলিস-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ ১১২

একজন নারী প্রধানত একজন মা ও গৃহবধু। তিনি একজন মর্যাদার পাত্র এবং তাকে সুরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক।

অনুচ্ছেদ ১১৩

পুরুষ এবং নারীকে মৌলিকভাবে পৃথক রাখতে হবে। শারী'আহ্ অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীত

তাদের মেলামেশা করার অনুমতি নেই। মেলামেশার ক্ষেত্রে শারী'আহ্ অনুমোদিত কারণ থাকতে হবে, যেমন: ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ ১১৪

শারী'আহ্ দলিলের ভিত্তিতে, কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ দায়িত্ব ও অধিকার ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, এবং যা পুরুষের জন্য ফরয তা নারীর জন্যও ফরয। নারীকে ব্যবসা-বাণিজ্য, খামার, শিল্প, চুক্তি, ব্যবসায়িক লেনদেন, সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্জন, তার কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ লগ্নীকরণ এবং জীবনের সকল বিষয় পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১১৫

নারীরা, মাযালিম আদালত ব্যতিত, রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিস এবং বিচার বিভাগে নিযুক্ত হতে পারবেন। তারা মাজলিস আল-উম্মাহ্'র সদস্য নির্বাচন করতে এবং সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন; এবং খলীফাকে নির্বাচিত করার এবং বাই'আত দেবার অধিকার রাখেন।

অনুচ্ছেদ ১১৬

একজন নারীর জন্য এটা অনুমোদিত নয় যে, তিনি শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সুতরাং একজন নারী খলীফা, তার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, ওয়ালী, কিংবা 'আমিলের পদ গ্রহণ করতে পারবেন না, এবং তিনি শাসন কাজ কিংবা শাসনের অনুরূপ কোন কাজ করতে পারবেন না। একজন নারী প্রধান বিচারপতি, মাযালিম আদালতের বিচারক কিংবা আমির উল জিহাদ পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ১১৭

জনসম্মুখে ও ব্যক্তিগত জীবন উভয়ক্ষেত্রেই নারীর কার্যক্রম রয়েছে। জনসম্মুখে নারীরা অন্য নারী, মাহ্রাম পুরুষ এবং গাইর-মাহ্রাম পুরুষের সামনে উপস্থিত হতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাদের মুখমন্ডল ও হাত ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশই প্রকাশিত হবে না এবং তাদের পোষাক কিংবা সাজসজ্জা প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হবে না। ব্যক্তিগত জীবনে নারীরা কেবলমাত্র অন্য নারী কিংবা মাহ্রাম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারবে এবং গাইর-মাহ্রাম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারবে না। নারীরা উভয়ক্ষেত্রেই শারী'আহ্ আইন মেনে চলবে।

অনুচ্ছেদ ১১৮

একজন নারীর জন্য নির্জনে একজন গাইর-মাহ্রাম পুরুষের সাথে অবস্থান করা হারাম (নিষিদ্ধ)। গাইর-মাহ্রাম পুরুষের সামনে নারীদের সাজ-সজ্জা (তাবার্রুজ) ও 'আওরা (মুখ ও হাত ব্যতিত শরীরের কোন অংশ) উন্মুক্ত করা হারাম।

অনুচ্ছেদ ১১৯

পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য এমন কোন কাজ বা পেশা গ্রহণ অনুমোদিত নয় যা সমাজের

মূল্যবোধকে পদদলিত করে কিংবা সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

অনুচ্ছেদ ১২০

বৈবাহিক জীবন হচ্ছে অন্যতম প্রশান্তির একটি জীবন; এবং স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরের সঙ্গী হিসেবে জীবনযাপন করা। স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে যত্নসহকারে তার দেখভাল করার, শাসনের নয়। স্ত্রীর আবশ্যিক দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য করা এবং স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর জন্য মানসম্পন্ন জীবিকার ব্যয় নির্বাহ করা।

অনুচ্ছেদ ১২১

সাংসারিক কাজ সম্পন্নের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই একে অপরের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করবে। স্বামী সাধারণতঃ গৃহের বাইরের সকল কাজ করবেন এবং স্ত্রী সাধারণতঃ তার সাধ্যমত গৃহাভ্যন্তরে সম্পাদিত কাজগুলোর দায়িত্ব নেবেন। স্ত্রীর জন্য দুরূহ কাজে তাকে সাহায্যের জন্য স্বামীকে প্রয়োজন অনুসারে একজন গৃহপরিচারিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১২২

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে একজন মায়ের অধিকার ও দায়িত্ব, এবং এটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুটির তার মাকে প্রয়োজন। যখন শিশুর (ছেলে বা মেয়ে) যত্নের প্রয়োজন হবে না, তখন তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী মা অথবা বাবার সাথে বসবাস করতে পারবে। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মা-বাবা উভয়েই মুসলিম এবং যদি মা-বাবার একজন মুসলিম ও অপরজন অমুসলিম হয়, তবে শিশুটিকে মুসলিম অভিভাবকের সাথে বসবাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোন সুযোগ নেই।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অনুচ্ছেদ ১২৩

অর্থনৈতিক নীতিমালা হচ্ছে মানুষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমাজ গঠন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করা। সুতরাং, সমাজ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করেই মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১২৪

মূল অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পদ ও সুবিধাসমূহ সকল নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করা এবং এসকল সম্পদ ও সুবিধাসমূহ যাতে নাগরিকগণ (সার্বিকভাবে) অর্জনে কাজ করতে পারে

এবং মালিক হতে পারে তার সুযোগ করে দেয়া।

অনুচ্ছেদ ১২৫

রাষ্ট্রের জন্য এটা নিশ্চিত করা আবশ্যিক যাতে প্রতিটি নাগরিকের (মুসলিম-অমুসলিম) মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়, এবং তা যাতে ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়, এবং আরও নিশ্চিত করা যাতে প্রতিটি নাগরিক উন্নত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সুযোগ পায়।

অনুচ্ছেদ ১২৬

সম্পদের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, এবং তিনি মানুষকে এই সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। তাই মানুষ সম্পদের মালিকানা অর্জনের অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি মানুষকে সম্পদের মালিকানা অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন এবং এই বিশেষ অনুমতির কারণে মানুষ বাস্তব জীবনে সম্পদের মালিকানা অর্জনের সুযোগ পায়।

অনুচ্ছেদ ১২৭

ইসলামে তিন ধরনের মালিকানা রয়েছে, যথা: ব্যক্তি মালিকানা, গণমালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

অনুচ্ছেদ ১২৮

ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারে শারী'আহ্ হুকুম রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি তার অধিকৃত বস্তু বা লাভকে সুবিধাজনক যেকোন উপায়ে ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১২৯

গণমালিকানাধীন সম্পদ হচ্ছে জনগোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত বস্তুর সুফল ভোগ ও ব্যবহারের শারী'আহ্ প্রদত্ত অনুমতি।

অনুচ্ছেদ ১৩০

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদ হচ্ছে সেই সকল সম্পদ যা ব্যয়ের খাত খলীফার মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেমন: সাধারণ কর, খারাজ এবং জিযিয়া লব্ধ সম্পদ, ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ ১৩১

ব্যক্তি মালিকানাধীন তরল (liquid) ও নির্দিষ্ট (fixed) সম্পদ অর্জন নিম্নলিখিত শারী'আহ্ কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ:

১. কাজ

২. উত্তরাধিকার

৩. অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান

৪. রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ থেকে নাগরিকের প্রতি অনুদান

৫. কোন প্রচেষ্টা বা ক্রয় ছাড়া ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি

অনুচ্ছেদ ১৩২

সম্পদের ব্যবহার শারী'আহ্'র অনুমতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি খরচ ও লগ্নীকরণ উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামে অপচয়, অপব্যয় এবং কৃপণতা নিষিদ্ধ। সেইসাথে পুঁজিবাদী কোম্পানী, কো-অপারেটিভ এবং সকল প্রকার অনৈতিক লেনদেন, যথা: রিবা (সুদ), জালিয়াতি, একচ্ছত্র আধিপত্য (monopolies), জুয়া এবং অনুরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৩৩

আল-উশ্‌রিয়াহ্ ভূমি হচ্ছে আরব ব-দ্বীপ ও যে সকল ভূমির অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আল-খারাইজ ভূমি হচ্ছে আরব ব-দ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য ভূমি যা জিহাদ বা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। আল-উশ্‌রিয়াহ্ ভূমি ও তার সুফল ব্যক্তির মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। আল-খারাইজ ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। ব্যক্তি এর সুফল ভোগ করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির শারী'আহ্ অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে আল-উশরিয়াহ্ ভূমি ও আল-খারাইজ ভূমির সুফল বিনিময় করার অধিকার রয়েছে। অন্যান্য সম্পত্তির মত এসকল সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৩৪

যেকোন ব্যক্তি চাষাবাদ অথবা সীমানা চিহ্নিতকরণের ঘোষণার মাধ্যমে পতিত ভূমির মালিকানা দাবি করতে পারে। অন্যান্য ভূমিগুলোর কেবলমাত্র শারী'আহ্ অনুযায়ী মালিকানা দাবী করা যাবে, যেমন: উত্তরাধিকার, ক্রয়-বিক্রয় অথবা রাষ্ট্র থেকে অনুদান প্রাপ্ত সূত্রে।

অনুচ্ছেদ ১৩৫

আল-উশরিয়াহ্ কিংবা আল-খারাইজ ভূমি, চাষাবাদের জন্য বর্গা (lease) দেয়া নিষিদ্ধ। তবে, বৃক্ষরোপিত জমির যৌথ চাষাবাদ (share cropping) করার অনুমতি রয়েছে; অন্য কোন ভূমির ক্ষেত্রে এ অনুমতি নেই।

অনুচ্ছেদ ১৩৬

প্রতিটি জমির মালিকের জন্য তার জমির যথার্থ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এ কাজের জন্য অভাবী ব্যক্তিদের বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হবে। কেউ যদি তার জমি তিন বছরের অধিক সময় অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখে তবে তার নিকট হতে তা নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ১৩৭

নিম্নলিখিত তিন প্রকার গণমালিকানা রয়েছে:

১. সর্বসাধারণের সেবামূলক স্থান, যেমন শহরের উন্মুক্ত স্থান;

২. বিশাল খনিজ সম্পদ, যেমন তেল ক্ষেত্র;

৩. যে সকল বস্তু প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিমালিকানাধীন হবার অনুপযুক্ত, যথা নদী।

অনুচ্ছেদ ১৩৮

কারখানাগুলো তাদের প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তি মালিকানধীন সম্পত্তি। অবশ্য প্রতিটি কারখানা পণ্য উৎপাদনের নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়, তবে কারখানাটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে, যথা: একটি বস্ত্র বা সুতার কারখানা। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো গণমালিকানাধীন হয়, যেমন: লৌহ নিষ্কাশন শিল্প, তবে তা গণমালিকানাধীন হিসাবে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১৩৯

রাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদকে গণমালিকানাধীন সম্পদে পরিণত করার কোন অধিকার নেই। কারণ, গণমালিকানাধীন সম্পদ তার প্রকৃতি ও গুণাবলীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নয়।

অনুচ্ছেদ ১৪০

গণমালিকানাধীন সম্পদ থেকে প্রতিটি ব্যক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিককে বাদ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যাক্তিবর্গকে গণমালিকানাধীন সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার কিংবা অধিকারে দেবার অনুমতি রাষ্ট্রের নেই।

অনুচ্ছেদ ১৪১

জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র পতিত জমির কিছু অংশ এবং গণমালিকানাহীন সম্পত্তির যেকোন অংশ সংরক্ষণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১৪২

সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণ নিষিদ্ধ, যদিও তার উপর যাকাত দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ১৪৩

শারী'আহ্ নির্ধারিত উপায়ে মুসলিমদের সম্পদের উপর থেকে যাকাত আদায় করা হবে যথা: অর্থ, মালপত্র, গবাদি পশু (livestock) এবং শস্য। শারী'আহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন কোন বিষয়ের উপর যাকাত নেয়া হবে না। যাকাত প্রতিটি মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং এক্ষেত্রে সে আইনত দায়বদ্ধ (পরিণত ও প্রকৃতস্থ) হোক কিংবা না হোক (অপরিণত ও অপ্রকৃতস্থ)। এটি বাইতুল মালের একটি বিশেষ একাউন্টে জমা করা হবে। যাকাত শুধুমাত্র কুর'আনে বর্ণিত আটটি খাতগুলোর একটি বা একাধিক খাতে ব্যয় করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১৪৪

অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা হবে। এটি পরিণত পুরুষদের নিকট থেকে

নেয়া হবে যদি তারা অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়। এটি নারী কিংবা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ১৪৫

খারাজ (ভূমি-কর) আল-খারাজিয়াহ্ ভূমি থেকে এর শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুযায়ী সংগ্রহ করা হবে। আল-উশরিয়াহ্ জমির প্রকৃত উৎপাদনের উপর যাকাত আদায় করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪৬

মুসলিমরা বাইতুল মাল-এর খরচ মেটানোর জন্য শারী'আহ্ অনুমোদিত কর দেবে। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত সম্পদের উপর আরোপিত কর। এ করের মাত্রা রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। অমুসলিমগণ জিযিয়া ছাড়া অন্য কোনরূপ কর দেবে না।

অনুচ্ছেদ ১৪৭

যদি শারী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করা উম্মাহ্'র দায়িত্ব হয়ে পড়ে এবং উক্ত কাজ করার জন্য বাইতুল মালে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, তবে শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে এ অর্থের যোগান দেয়ার দায়িত্ব উম্মাহ্'র উপরই বর্তাবে এবং এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের উম্মাহ্'র উপর বিশেষ কর ধার্য করার অধিকার রয়েছে। যদি শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে উম্মাহ্'র এ কাজ করার দায়িত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্রের উম্মাহ্'র উপর কর আরোপ করার কোন অধিকার নেই। সুতরাং, আদালত কিংবা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিংবা সরকারী কোন কাজের খরচ মেটানোর জন্য রাষ্ট্র উম্মাহ্'র উপর কর ধার্য করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১৪৮

রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য আহকাম শারী'আহ্ দ্বারা নির্ধারিত কতগুলো স্থায়ী খাত রয়েছে। বাজেটের (বিভিন্ন খাতের অন্তর্ভুক্ত) বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে, তার প্রতিটি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ খলীফার মতামত ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪৯

বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্বগুলো হচ্ছেঃ ফায় (যুদ্ধ লব্ধ মাল), জিযিয়া, খারাজ, রিকাজের (ভূগর্ভস্থ সম্পদ) এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাত। প্রয়োজন থাক বা না থাক, এ সকল উৎস থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫০

যদি বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রের খরচ মিটানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয় তবে নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের উপর কর ধার্যের অনুমতি রয়েছেঃ

১. দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটকের প্রয়োজন মিটাতে এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে;

২. পারিতোষিক: যেমন কর্মচারীদের বেতন, শাসকের ভাতা, সৈনিকদের খাদ্য ইত্যাদি;

৩. জনকল্যাণ ও সেবা প্রদানমূলক কাজের জন্য: যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি আহরণ, মসজিদ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি;

৪. জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা ভূমিকম্প ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ ১৫১

সীমান্তে আরোপিত শুল্ক রাজস্ব হিসেবে বাইতুল মালে গচ্ছিত হবে। গণ ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন সম্পদ থেকে আয়, উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পদ, মুরতাদের সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পাশাপাশি এটাও একটি রাজস্ব।

অনুচ্ছেদ ১৫২

বাইতুল মালের খরচ নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তির মাঝে বিতরণ হবে:

১. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত আট প্রকার ব্যক্তি। যদি এ খাত থেকে কোন অর্থ আয় না হয় তবে তাদের কোন অর্থ দেয়া হবে না।

২. যদি যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হয় তবে দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক, ঋণগ্রস্থ এবং জিহাদের অর্থ স্থায়ী রাজস্বের উৎস থেকে প্রদান করা হবে। যদি স্থায়ী রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোন সাহায্য পাবে না। দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক এবং জিহাদের অর্থ উক্ত খাতে আরোপিত বিশেষ কর থেকে সংগৃহীত হবে। যদি প্রয়োজন হয়, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র এ খাতে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে।

৩. রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন মিটাতে বাইতুল মাল অর্থের যোগান দেয়। যেমন কর্মচারী, শাসকবৃন্দ এবং সৈনিক। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে এ খাতে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. বাইতুল মাল জরুরী সেবা ও প্রয়োজনের জন্য অর্থ যোগান দেয়, যথা: রাস্তাঘাট, মসজিদ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্ধ অপ্রতুল হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে এ খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

৫. অন্যান্য অতিরিক্ত সেবার ক্ষেত্রেও বাইতুল মাল অর্থ যোগান দেয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ততক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন খরচ করা হবে না এবং এ সংক্রান্ত অর্থ সংস্থান বিলম্বিত হবে।

৬. দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ঋণগ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে কর থেকে তা পরিশোধ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৩

রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৪

ব্যক্তি বা কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব ভোগ করবে। প্রত্যেকেই, যিনি তার কাজের বিনিময় হিসাবে সম্মানী পান, তিনি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হবেন, এক্ষেত্রে তার কাজের ধরন বিবেচ্য হবে না। কর্মদাতা ও কর্মচারীর মধ্যে বেতনের মাত্রা নিয়ে কোন বিতর্ক হলে, বাজার দর অনুযায়ী বেতন মূল্যায়িত হবে। যদি অন্য কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তবে শারী'আহ্'র হুকুম অনুযায়ী প্রণীত চাকুরীর চুক্তিনামা অনুযায়ী বিষয়টি মূল্যায়ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৫

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেতন তার নিকট হতে প্রত্যাশিত কাজ বা সেবার মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তার জ্ঞান কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না। বাৎসরিক কোন বেতনবৃদ্ধি নেই, বরং তারা যে কাজ করেন তার পূর্ণ আর্থিক মূল্যের সমমানের বেতন তাদেরকে দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৬

রাষ্ট্রকে অবশ্যই অর্থহীন, কর্মহীন এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়ার মত আত্মীয়হীন ব্যক্তিদের জীবনযাপনের ব্যয়ভার নিতে হবে। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের গৃহায়ন ও প্রতিপালনের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

অনুচ্ছেদ ১৫৭

রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মধ্যে সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করবে এবং শুধুমাত্র কিছু লোকের মাঝে সম্পদের আবর্তন নিষিদ্ধ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৮

নিম্নোক্ত উপায়ে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের উন্নত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং সমাজে একটি ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করবে:

১. রাষ্ট্র বাইতুল মালের সম্পদ ও যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে নাগরিকদের জন্য তরল (liquid) ও স্থির (fixed) সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা করবে;

২. রাষ্ট্র যাদের কোন জমি নেই বা অপর্যাপ্ত জমি আছে তাদের রাষ্ট্র মালিকানাধীন ফসলী জমি প্রদানের ব্যবস্থা করবে। যাদের জমি আছে কিন্তু তারা তা ব্যবহার করে না, তাদের কোন জমি দেয়া হবে না। যারা তাদের জমি ব্যবহার করতে পারছে না, তাদের জমি ব্যবহারের জন্য সহায়তা দেয়া হবে;

৩. যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, রাষ্ট্র যাকাত ও বাইতুল মালের অন্যান্য খাত থেকে তাদের অর্থ সহায়তা দেবে।

অনুচ্ছেদ ১৫৯

রাষ্ট্র কৃষিকাজ ও তার উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কৃষিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধান করবে যাতে করে ভূমির পূর্ণাঙ্গ ও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

অনুচ্ছেদ ১৬০

রাষ্ট্র শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করবে এবং গণমালিকানাধীন শিল্পগুলোর সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬১

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্যায়ন হবে বণিকের নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করে, পণ্যের উৎসের উপর ভিত্তি করে নয়। রাষ্ট্র যাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে সে সকল দেশের বণিকদের রাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে বাধা দেবে, যদি না এক্ষেত্রে উক্ত বণিকের বা পণ্যের বিশেষ অনুমতি থাকে। যে সকল রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি রয়েছে তাদের চুক্তি অনুযায়ী বণিকদের সাথে আচরণ করা হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পণ্য যার মাধ্যমে কোন শত্রু রাষ্ট্র সামরিক, শিল্প বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারে সে সকল পণ্য রপ্তানী করতে বাধা দেয়া হবে। তবে, তাদের মালিকানাধীন কোন পণ্য আমদানী করতে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না। এর মধ্যে যে সকল রাষ্ট্র আমাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা: ইসরাইল। এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধাবস্থার আইন প্রযোজ্য হবে, হোক তা বাণিজ্য কিংবা অন্যকোন বিষয়ে।

অনুচ্ছেদ ১৬২

প্রতিটি নাগরিকের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষাগার স্থাপনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রও অনুরূপ গবেষণাগার স্থাপন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬৩

রাষ্ট্র ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়ে পরীক্ষাগার স্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬৪

রাষ্ট্র সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা দেবে। তবে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত চিকিৎসা অনুশীলন, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ কিংবা ঔষধ বিক্রয় করাকে বাধা দেবে না।

অনুচ্ছেদ ১৬৫

খিলাফত রাষ্ট্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। বিদেশীদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা বা অগ্রাধিকার দেয়াও নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৬৬

রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রা থাকবে, যা অন্যকোন দেশের মুদ্রার অধীনস্ত নয়।

অনুচ্ছেদ ১৬৭

রাষ্ট্রের মুদ্রা হবে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য, তা ছাপাযুক্ত হোক বা না হোক। অন্যকোন ধরনের মুদ্রার ব্যবহার অনুমোদিত নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন ধরনের মুদ্রা প্রস্তুত করতে পারে তবে শর্ত থাকবে যে, সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকতে হবে। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্র তার নাম খচিত তামা, পিতল কিংবা কাগজের মুদ্রা প্রচলন করতে পারে যদি তা রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ বা রৌপ্যের সমপরিমাণ হয়।

অনুচ্ছেদ ১৬৮

রাষ্ট্রের মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য এধরনের লেনদেন নগদে হতে হবে এবং কোনরূপ বিলম্ব করা যাবে না। দুটি রাষ্ট্রের মুদ্রা ভিন্ন হলে তাদের মধ্যে বিনিময় হারের তারতম্য হতে পারে। নাগরিকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কিংবা বাহির থেকে মুদ্রা ক্রয় করতে পারে এবং এধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বলব্ধ কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ১৬৯

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ব্যতিত অন্যকোন ব্যাংক খোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেখানে সুদভিত্তিক সকল লেনদেন নিষিদ্ধ, এবং এটি বাইতুল মালের অধীনস্ত কোন একটি বিভাগের আওতাধীন থাকবে। ব্যাংক শারী'আহ্ হুকুম অনুযায়ী ঋণ দিবে; এবং এটি আর্থিক ও মুদ্রা সংক্রান্ত লেনদেন সহজ করবে।

শিক্ষা নীতি

অনুচ্ছেদ ১৭০

ইসলামী আকীদাহ্ হবে শিক্ষা নীতির মূল ভিত্তি। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে এই মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হবার কোন সুযোগ না থাকে।

অনুচ্ছেদ ১৭১

শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির চিন্তা ও চরিত্রকে ইসলামী ব্যক্তিত্বের রূপদান করা। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সকল বিষয়েরই এ ভিত্তির উপর গভীরভাবে প্রোথিত থাকা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১৭২

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে শিক্ষা দান করা। শিক্ষার পদ্ধতি এ লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পিত হবে এবং এই লক্ষ্য পূরণ থেকে বিচ্যুত অন্যকোন পদ্ধতিতে নিবৃত্ত করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭৩

ইসলামী সংস্কৃতি ও আরবী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তাহে ব্যয়কৃত সময় অন্য বিষয়গুলো শিক্ষার পিছনে ব্যয়কৃত সময়ের সমান হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১৭৪

পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান (empirical sciences) যেমন গণিত ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর (cultural subjects) মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকা আবশ্যক। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত যেকোন বিষয় অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে শেখানো হবে এবং কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। অপরদিকে, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অবশ্যই ইসলামী ধারণা ও বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী শেখানো হবে। উচ্চশিক্ষার স্তরে এ বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়রূপে এমনভাবে শেখানো যেতে পারে, যাতে করে তা কোনক্রমেই উক্ত নীতিমালা ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়।

অনুচ্ছেদ ১৭৫

শিক্ষার সকল স্তরে অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ প্রবর্তন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭৬

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মত বিষয়গুলো একদিকে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে, যেমন: ব্যবসা প্রশাসন, নৌবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয়গুলো কোনরূপ সীমাবদ্ধতা বা শর্ত ছাড়াই শেখানো হবে। তারপরও মাঝেমধ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত থাকতে পারে, যেমন চারুশিল্প (অঙ্কন শিল্প) ও ভাস্কর্য। এ সকল ক্ষেত্রে যদি এগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে এ বিষয়গুলো শেখানো যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৭৭

একমাত্র রাষ্ট্র প্রণীত শিক্ষা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন করা হবে এবং অন্য কোন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি থাকবে, তবে এগুলো বিদেশী হতে পারবে না, এবং তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রণীত শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রাষ্ট্র নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে, শিক্ষক

এবং শিক্ষার্থী উভয় ক্ষেত্রেই, নারী-পুরুষ মেলামেশা করতে পারবে না। এছাড়া, এসকল বিদ্যালয় কোন ধর্ম, গোত্র বা বর্ণের লোকদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১৭৮

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দান রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এটি সবার জন্য বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত যাতে করে সবাই বিনামূল্যে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৭৯

রাষ্ট্রকে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যথেষ্ট পরিমাণ পাঠাগার এবং পরীক্ষাগার সহ জ্ঞান বৃদ্ধির সুবিধাসমূহের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে যারা ফিক্‌হ, হাদীস, তাফসীর, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখতে চায়, তারা তা করতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুজতাহিদ, সৃজনশীল বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক তৈরী করার লক্ষ্যে এটি করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৮০

শিক্ষার কোন স্তরেই প্রকাশনার স্বত্বকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ব্যক্তির, এমন কি লেখক বা প্রকাশক, কারোরই প্রকাশনা বা পুনঃমুদ্রণের স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষিত (copyright) থাকতে পারবে না। অবশ্য যদি বইটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়ে না থাকে এবং তা ধারণা হিসেবে থেকে থাকে, তবে লেখকের এ ধারণা জনগণের নিকট হস্তান্তরের বিনিময়ে সম্মানী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে, ঠিক যেভাবে তিনি শিক্ষা দানের বিনিময়ে বেতন নিয়ে থাকেন।

পররাষ্ট্র নীতি

অনুচ্ছেদ ১৮১

রাজনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই উম্মাহ্'র বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করা, রাষ্ট্র এবং উম্মাহ্ উভয়ই এই কর্তৃক পালন করবে। রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে তা তত্ত্বাবধান করবে এবং উম্মাহ্ এই বিষয়ে রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৮২

যে কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী অথবা সংগঠনের বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক থাকা

সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ উম্মাহ্'র বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের অধিকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রয়েছে। উম্মাহ্ পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ১৮৩

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না (ends do not justify the means), কারণ পদ্ধতি (তরিকাহ্) চিন্তা (ফিকরাহ্)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, হারাম উপায়ে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং মুবাহ্ (অনুমোদিত) বিষয়গুলো অর্জন করা যাবে না। রাজনৈতিক হাতিয়ার (political means) রাজনৈতিক পদ্ধতির (political method) সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ১৮৪

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল (political maneuvering) অবলম্বন করা আবশ্যক। কৌশলের কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভর করবে লক্ষ্য গোপন করা (concealing the aims) এবং কার্যকলাপ প্রকাশ করার মাধ্যমে (disclosing the actions)।

অনুচ্ছেদ ১৮৫

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার (political means) হচ্ছে অপর রাষ্ট্রের অন্যায় কার্যকলাপকে প্রকাশ করে দেয়া। তাদের ভ্রান্তনীতির কুফল ব্যাখ্যা করা, ক্ষতিকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া এবং তাদের বিপথগামী ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করা।

অনুচ্ছেদ ১৮৬

ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তার মহত্ত্বকে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশলগুলোর মধ্যে একটি।

অনুচ্ছেদ ১৮৭

উম্মাহ্'র অস্তিত্বের মূল কারণই হচ্ছে ইসলাম; যা বিশ্বের দরবারে ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তিশালী উপস্থিতি, ইসলামী আইন-কানুনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি অব্যাহতভাবে ইসলামের দাওয়াহ্ বহন করে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

অনুচ্ছেদ ১৮৮

ইসলামের দাওয়াহ্ বহন করাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও আবর্তিত হবে; এবং এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

অনুচ্ছেদ ১৮৯

চারটি বিষয় বিবেচনার ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামীর রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে:

১. ইসলামী বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে এমনভাবে দেখা হবে যেন তারা একটি অভিন্ন রাষ্ট্র, তাই তারা পররাষ্ট্র নীতির অধীনে পড়বে না। তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতির বাস্তবতা বিবেচনা করা হবে না। বরং, এ রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

২. যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক অথবা বন্ধুত্বের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ, তাদের সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুক্তিতে উল্লেখিত থাকলে ঐ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকরা শুধুমাত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশের অধিকার পাবে, এক্ষেত্রে তাদের পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না। তবে চুক্তিতে এটি উল্লেখিত থাকতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও ঐ রাষ্ট্রে অনুরূপ প্রবেশের অধিকার রাখবে। ঐ রাষ্ট্রগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; এই শর্তে যে, ঐ পণ্য সামগ্রী আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এ (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক) সম্পর্ক ঐ সকল রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে না।

৩. যে সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যেমন বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স, এবং ঐ সকল রাষ্ট্র যাদের আমাদের রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা আছে, যেমন রাশিয়া, ঐ সকল রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্ভাব্য যুদ্ধাবস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সাথে আমাদের কোনরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। যতক্ষণ না তাদের সাথে প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধের সূচনা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নাগরিকগণ আমাদের রাষ্ট্রে পাসপোর্ট ও ভিসার মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে যা প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি ভ্রমণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪. যে সকল রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, যেমন ইসরাইল, তাদের সাথে যুদ্ধাবস্থার ভিত্তিতেই সকল সম্পর্ক গড়তে হবে। তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন তারা আমাদের সাথে প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, সেটি যুদ্ধবিরতিই হোক কিংবা অন্যকোন অবস্থাই হোক না কেন। ঐ সকল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৯০

সকল সামরিক চুক্তি এবং সন্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, এর মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা যেখানে সেনাঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি ইজারা দেয়ার বিষয়গুলোও অর্ন্তভুক্ত। তবে বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থ ব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমতি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৯১

ইসলামী ভিত্তির উপর গঠিত নয় কিংবা অনৈসলামিক বিধিবিধান সম্বলিত কোন সংগঠনে যোগ দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ), বিশ্বব্যাংক এবং আঞ্চলিক সংগঠন যেমন আরব লীগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

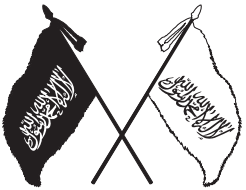

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info
contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com
WhatsApp: +880 1306 414 789

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র